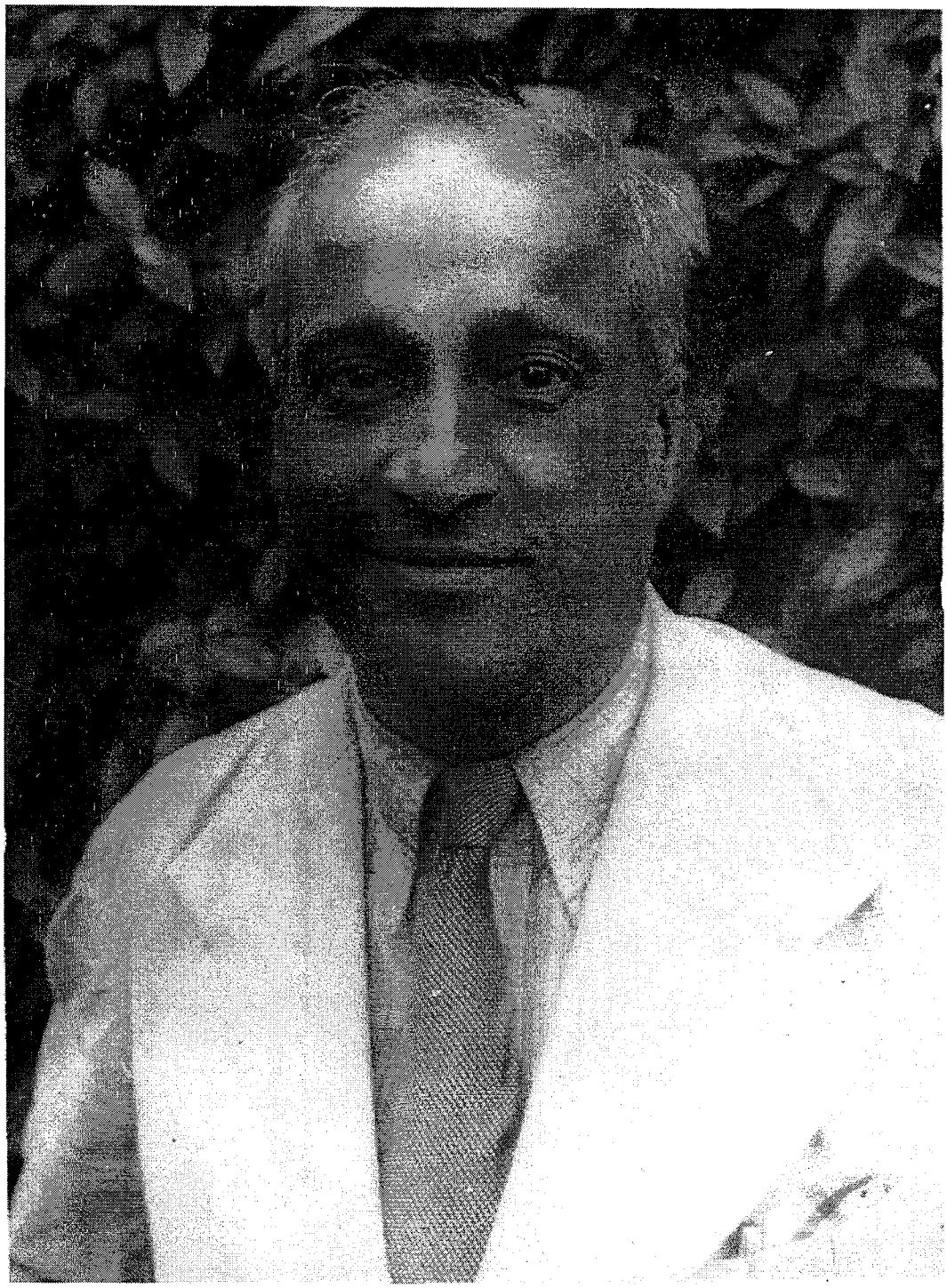

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

(১৯০২-১৯৯৭)

ভূমিকা

ভ্রমণ সাহিত্যকে গবেষণার বিষয় হিসেবে নির্বাচন করে নেওয়ার সঙ্গে আমরা নিজের ঘোরাঘুরির একটা প্রত্যক্ষ সম্পর্ক থেকে গেছে। ছোটোবেলা থেকেই বাবা মায়ের সঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় যখন গেছি একাত্ম হয়ে গেছি সেইসব জায়গার প্রকৃতির সৌন্দর্যের সঙ্গে। এই সূত্রেই উমাপ্রসাদের ভ্রমণ সাহিত্যের সঙ্গে আমার পরিচয়। পরবর্তীকালে এই বিষয় ভাবনা নিয়ে আমায় গবেষণা করার জন্য আমার তত্ত্বাবধায়ক ও নির্দেশক ড: তাপস কুমার বসু মহাশয় আমাকে সানন্দে এবং সাগ্রহে অনুমতি দেন এবং উৎসাহিত করেন।

ভ্রমণ সাহিত্যে সাহিত্যের দরবারে নতুন কোনো বিষয় আঙ্গিক না হলেও ভ্রমণ সাহিত্যের উপর গবেষণা খুব বেশি হয় নি। তাই বিষয়ের নতুনত্ব আমাকে এই কাজে অনুপ্রাণিত করে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ছাত্রী হিসেবে এবং শিক্ষকতায় কিছু অভিজ্ঞতায় যে সকল ভ্রমণ সাহিত্যবিষয়ক গ্রন্থ পড়েছি সেগুলির মধ্যে উমাপ্রসাদ বাবুর জীবন এবং তাঁর সাহিত্যকীর্তি আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে।

বহুযুগ থেকেই মানুষ ভ্রমণে আগ্রহী। কিন্তু চোখে দেখা, কানে শোনা বিভিন্ন বিষয় দর্শন করে তা সাহিত্যে রূপ দেওয়াই শুধু নয়, তার মধ্যে সেইসব স্থানের ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক, নৃতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক বিভিন্ন সমীক্ষা একসূত্রে গ্রথিত করা কোনো মতেই সহজ কাজ নয়।

আমার এই গবেষণা প্রবন্ধের প্রথম অধ্যায়ে ভারতবর্ষে প্রাচীন কাল থেকে মানুষ কীভাবে ভ্রমণে আগ্রহী হয়েছে এবং তাঁদের লেখা গ্রন্থের নানা তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ভ্রমণ সাহিত্যের যে শাখাটি জন্ম নিয়েছিল তার বীজ পাশ্চাত্য সাহিত্যে থেকে উপ্ত হলেও বর্তমানে এই ধারাটি যথেষ্ট সমৃদ্ধ হয়ে বৃহৎ কলেবরে পরিণত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিষয় উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জীবন পরিক্রমা। এখানে উমাপ্রসাদের জন্ম থেকে তাঁর বাল্যকাল, ছেলেবেলার কথা তাঁর তরুণ বয়সে পড়াশুনা এবং চাকরি সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য একত্রে দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন মনীষীদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ এবং তাঁদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের বিভিন্ন কাহিনি তুলে ধরা হয়েছে এখানে।

তৃতীয় অধ্যায়ে উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ভ্রমণের প্রতি আগ্রহ এবং ভ্রমণ সাহিত্যে তাঁর অবদান এবং অবস্থান দুইই তুলে ধরার প্রচেষ্টা আছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ভ্রমণ কাহিনিগুলি বিভিন্ন পর্যায়ে ভাগ করে নিয়ে সেই কাহিনিগুলি আলোচনা করা হয়েছে। কাহিনিগুলিতে যেমন পথবর্ণনা আছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা আছে। তেমনি কাহিনিগুলিতে ভৌগোলিক-ঐতিহাসিক-নৃতাত্ত্বিক-অর্থনৈতিক এবং তৎকালিন সামাজিক অবস্থা যে সকল তথ্য পাওয়া যায় সেগুলি পৃথক ভাবে আলোচনা করা হয়েছে এবং প্রত্যেকটি কাহিনিতে উমাপ্রসাদের বাচনভঙ্গি

এবং উপস্থাপনা রীতিগুলিও আলোচনা করা হয়েছে। প্রাসঙ্গিক ভাবে অন্য ভ্রমণ সাহিত্যিকদের লেখাও আলোচিত হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায় অর্থাৎ উপসংহারে উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মৌলিকত্বগুলি আলোচিত হয়েছে।

পরিশিষ্টে উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বহুদিনের সফরসঙ্গী বিভূতিভূষণ গবেষক শ্রী সুশীল মজুমদারের একটি সাক্ষাৎকার এবং সুশীল বাবুকে উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের লিখিত কিছু চিঠি সংযোজিত হয়েছে।

বিষয়টি এই গবেষিকাকে আবিষ্ট না করে তুললে কিংবা বিষয়টির প্রতি আন্তরিক না হতে পারলে, এ কাজ করে ওঠা সম্ভব হত না। এই প্রক্রিয়ায় যাঁরা আমার প্রেরণাদাতা আমার স্বর্গীয় পিতা এবং মাকে আমি শ্রদ্ধা জানাই। এছাড়া আমার প্রিয় স্যার স্বর্গীয় ডঃ রামেশ্বর শ', ডঃ কল্যাণী শঙ্কর ঘটক ডঃ কেকা ঘটক, ডঃ রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুপ্রীম কোর্টের স্বনামধন্য প্রধান বিচারপতি শ্রী চিত্ততোষ মুখোপাধ্যায়, শ্রী অরুণ দত্ত মহাশয়, শ্রী সুশীল মজুমদার- এঁদের প্রেরণা এবং সাহায্য ব্যতীত আজ আমার কাজটি সম্পূর্ণতা পেত না।কলকাতা জাতীয় গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কল্যাণী পাবলিক লাইব্রেরী, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীর লাইব্রেরিয়ান এবং মন্ডল এন্টারপ্রাইজ এর প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। সর্বোপরি আমার আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক নির্দেশক শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ড:তাপস কুমার বসুর কাছে আমার কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা নেই- তাঁর অবিশ্রাম উৎসাহদান এবং মূল্যবান নির্দেশনা এবং পরামর্শেই এই কাজ করে ওঠা সম্ভব হলো। এখন বিশেষজ্ঞ পন্ডিতদের বিবেচনায় গবেষণা কর্মটির যথার্থতা প্রতিপন্ন হলেই আমার কাজটি পূর্ণতা পাবে বলে আশা করছি।

কল্যাণী নদীয়া
শ্রীপঞ্চমী
২১শে মাঘ, ১৪২০

সোমালী কুন্ডু